বন্দির গান

বিমল দেব

উনিশশো চৌত্রিশ সাল। গয়া জেলে বন্দি
বৈকুণ্ঠ সুকুল। ফাঁসি হবে ব্রাহ্মমুহূর্তে।
রাত গভীর হলে বৈকুণ্ঠ শুনতে চাইছেন
তাঁর প্রিয় গান। অনুরোধে গান গাইছেন বিভূতি দাশগুপ্ত।
চোখ বুঝলেই দেখতে পাই বৈকুণ্ঠ সুকুল বসে আছেন
পদ্মাসনে বর্ণময় তাঁর দুই চোখ শক্ত চোয়ালে দৃঢ় অঙ্গীকার।
কলকাতা থেকে বহুদূরে বহুযুগ আগে
সেই কবেকার গয়া জেলে ম্রিয়মাণ আলোয়
জ্বলছে চোখের মণি সংকল্পের মূর্ছনায় কথা বলছেন
দেশ সময় মহাকাল পেরিয়ে অনন্ত জিজ্ঞাসায়–
মৃত্যু তাঁর কাছে উৎসর্গ জীবন যেন প্রবাহ
সহস্র দারিদ্র্যে দীর্ণ ভারতবর্ষে আমার স্বদেশে
আজও হয়তো কোথাও কোনো প্রান্তে
অনেক–অনেক বৈকুণ্ঠ শুনতে চাইছেন সেই গান;
‘আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙাজল।’

শুক্লা বৌদি

বিমল দেব

এই বর্ষায় তোমাদের বেগমপুরে যাব
বহুদিন পরে আবার পথের পাঁচালি পড়া হবে
গভীর দুপুরে শোনা হবে শচীনকত্তার গান

শোনো, তুমি পাবদা মাছ রেঁধো
তার ওপরে ছিটিয়ে দিও কাগজি লেবুর সুগন্ধ
সঙ্গে অবশ্য রেখো সোনামুগের ডাল
আনা করাব হয়তো অনেক কিছু

আমরা ভীষণ ভিজব সেদিন
ভিজতে ভিজতে শুক্লা বৌদি
তুমি আমাকে অন্য কোথাও পৌঁছে দিও।

জীবাশ্ম

সুকমল বসু

যেখানটায় একদিন সমুদ্র ছিল
সেখানে সমুদ্র নেই জীবাশ্ম আছে
তারা পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের
ভাষ্যকার
তাদের ভেতর অনেক তিমি মাছের ঘ্রাণ
অনেক সিন্ধুঘোটকের প্রেম পিরিতি
আর কিছু জেলি ফিসের নীল লাল
মাটির গ্রন্থে তারা ঘুমিয়ে রয়েছে
যেখানটায় সমুদ্র ছিল সেখানে কল্লোল ছিল

এখন জানালা খুললে বাতাস এসে বলে
পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ!